আল-মসিহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১

(১)হযরত ইসা মসিহের ইঞ্জিলের শুরু। ইনি আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন।

(২)হযরত ইসাইয়া নবির কিতাবে লেখা আছে- "দেখো, তোমার আগে আমি আমার নবিকে পাঠাচ্ছি; সে তোমার পথ প্রস্তুত করবে। (৩)মরুপ্রান্তরে একজনের কণ্ঠস্বর ঘোষণা করছে, 'তোমরা মালিকের পথ প্রস্তুত করো, তাঁর রাস্তা সোজা করো'।"

(৪)হযরত ইয়াহিয়া আ. মরুপ্রান্তরে আবির্ভূত হয়ে বায়াত দিতে এবং গুনাহর ক্ষমা পাবার জন্য তওবার বায়াত প্রচার করতে লাগলেন। (৫)সমগ্র ইহুদিয়া প্রদেশ ও জেরুসালেমের সকলে তার কাছে এসে গুনাহ স্বীকার করলো এবং তিনি তাদের জর্দান নদীতে বায়াত দিলেন। (৬)হযরত ইয়াহিয়া আ. উটের লোমের কাপড় পরতেন। তার কোমরে থাকতো চামড়ার কোমরবন্ধ। (৭)তিনি ফড়িং এবং বনমধু খেতেন। তিনি এই বলে প্রচার করতেন, "আমার পরে একজন আসছেন, তিনি আমার চেয়ে মহান। নত হয়ে তাঁর জুতার ফিতা খোলার যোগ্যও আমি নই। (৮)আমি তোমাদের পানিতে বায়াত দিচ্ছি কিন্তু তিনি তোমাদের আল্লাহর রুহে বায়াত দেবেন।"

(৯)সেই সময়ে হযরত ইসা আ. গালিলের নাসরত থেকে এলেন এবং হযরত ইয়াহিয়া আ. তাঁকে জর্দান নদীতে বায়াত দিলেন। (১০)পানি থেকে উঠে আসার সাথে সাথেই তিনি দেখলেন, আসমান খুলে গেছে এবং আল্লাহর রুহ্ কবুতরের মতো হয়ে তাঁর ওপর নেমে আসছেন। (১১)আর বেহেস্ত থেকে এই কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, "তুমিই আমার একান্ত প্রিয় মনোনীতজন, তোমার ওপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।"

(১২)তখনই আল্লাহর রুহের পরিচালনায় তাঁকে মরুপ্রান্তরে যেতে হলো (১৩)এবং চল্লিশ দিন ধরে শয়তান তাঁকে লোভ দেখিয়ে পরীক্ষা করলো। সেখানে তিনি অনেক বন্য জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে ছিলেন আর ফেরেস্তারা তাঁর সেবাযত্ন করতেন।

(১৪)হযরত ইয়াহিয়া আ. জেলখানায় বন্দি হওয়ার পর হযরত ইসা আ. গালিলে এলেন এবং (১৫)এই বলে আল্লাহর দেয়া ইঞ্জিল প্রচার করতে লাগলেন, "সময় পূর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহর রাজ্য কাছে এসেছে, তওবা করো এবং ইঞ্জিলের ওপর ইমান আনো।"

(১৬)হযরত ইসা আ. গালিল লেকের পাড় দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেলেন, হযরত সাফওয়ান রা. ও তার ভাই হযরত আন্দ্রিয়ান রা. লেকে জাল ফেলছেন, কারণ তারা ছিলেন জেলে। (১৭)হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আমাকে অনুসরণ করো, আমি তোমাদের মানুষ ধরা জেলে করবো।" (১৮)আর তখনই তারা জাল ফেলে রেখে তাঁকে অনুসরণ করলেন।

(১৯)সেই জায়গা থেকে কিছু দূর গেলে পর তিনি হযরত ইয়াকুব ইবনে জাবিদি ও তার ভাই হযরত ইউহোন্না রা.-কে দেখতে পেলেন। তারা তাদের নৌকায় বসে জাল মেরামত করছিলেন। (২০)তখনই তিনি তাদের ডাক দিলেন আর তারা তাদের পিতা জাবিদিকে মজুরদের সাথে নৌকায় রেখে তাঁকে অনুসরণ করলেন।

(২১)অতঃপর হযরত ইসা আ. ও তাঁর উম্মতেরা কফরনাহুম শহরে গেলেন এবং সাব্বাতে সিনাগোগে গিয়ে তিনি শিক্ষা দিতে লাগলেন। (২২)লোকেরা তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য হয়ে গেলো, কারণ তিনি আলিমদের মতো শিক্ষা না দিয়ে বরং অধিকার আছে এমন একজনের মতো শিক্ষা দিচ্ছিলেন।

(২৩)তখন তাদের সিনাগোগে ভূতে পাওয়া এক লোক ছিলো। (২৪)সে চিৎকার করে বললো, "হে নাসরতের ইসা, আমাদের সাথে আপনার কী? আপনি কি আমাদের ধ্বংস করতে এসেছেন? আমি জানি আপনি কে- আপনিই তো আল্লাহর সেই পবিত্রজন!" (২৫)হযরত ইসা আ. তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ করো, এর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসো!" (২৬)সেই ভূত তখন তাকে মুচড়ে ধরলো এবং চিৎকার করে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। (২৭)এতে প্রত্যেকে এমন আশ্চর্য হলো যে, তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, "এসব কী হচ্ছে! কেমন ক্ষমতাপূর্ণ নতুন শিক্ষা! ভূতদেরও তিনি হুকুম দেন আর তারা তাঁর বাধ্য হয়!" (২৮)তখনই গালিল প্রদেশের সব জায়গায় তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়লো।

(২৯)তারা সিনাগোগ থেকে বেরিয়ে তখনই হযরত সাফওয়ান রা. ও হযরত আন্দ্রিয়ান রা.-র বাড়িতে গেলেন। হযরত ইয়াকুব রা. এবং হযরত ইউহোন্না রা.ও তাদের সাথে ছিলেন। (৩০)হযরত সাফওয়ান রা.-র শাশুড়ির জ্বর হয়েছিলো বলে তিনি শুয়ে ছিলেন। তখনই তারা তার কথা হযরত ইসা আ.কে জানালেন। (৩১)তিনি এলেন এবং তাকে হাত ধরে তুললেন। এতে জ্বর তাকে ছেড়ে গেলো এবং তিনি তাদের মেহমানদারি করতে লাগলেন।

(৩২)সেদিন সূর্য ডুবে গেলে সন্ধ্যাবেলায় লোকেরা সেই এলাকার সমস্ত রোগী ও ভূতে পাওয়া লোকদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে এলো (৩৩)এবং শহরের সমস্ত লোক দরজার কাছে জড়ো হলো। (৩৪)তিনি নানা রোগে আক্রান্ত অনেক রোগীকে সুস্থ করলেন এবং অনেক ভূত ছাড়ালেন; তিনি ভূতদের কথা বলতে দিলেন না, কারণ তারা তাঁকে চিনতো।

(৩৫)ফজরে অন্ধকার থাকতেই তিনি উঠলেন এবং ঘর ছেড়ে একটি নির্জন জায়গায় গিয়ে মোনাজাত করতে লাগলেন। (৩৬)এদিকে হযরত সাফওয়ান রা. ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে খুঁজছিলেন। (৩৭)অতঃপর তারা তাঁকে পেয়ে বললেন, "সকলে আপনাকে খুঁজছে।" (৩৮)তিনি তাদের বললেন, "চলো, আমরা আশেপাশের গ্রামগুলোতে যাই, যেনো আমি সেখানেও প্রচার করতে পারি; কারণ সেজন্যই আমি বের হয়ে এসেছি।" (৩৯)পরে তিনি গালিলের সমস্ত জায়গায় গিয়ে তাদের সিনাগোগগুলোতে প্রচার করতে এবং ভূত ছাড়াতে লাগলেন।

(৪০)একজন কুষ্ঠরোগী তাঁর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে কাকুতি-মিনতি করে বললো, "আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে পাকসাফ করতে পারেন।" (৪১)লোকটির ওপর হযরত ইসা আ.-র খুব মমতা হলো। তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বললেন, "আমি তা-ই চাই, তুমি পাকসাফ হও।"

(৪২)তখনই কুষ্ঠরোগ তাকে ছেড়ে গেলো এবং সে পাকসাফ হলো। (৪৩)তিনি তাকে কঠোর-ভাবে সতর্ক করে তখনই বিদায় করলেন

(৪৪)এবং বললেন, "দেখো, কাউকে কিছুই বলো না। তুমি বরং ইমামের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও আর তাদের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য ও পাকসাফ হবার জন্য হযরত মুসা আ. যে-কোরবানির হুকুম দিয়েছেন তা আদায় করো।" (৪৫)কিন্তু লোকটি বাইরে গিয়ে সব জায়গায় অনেক কিছু বলতে এবং এই খবর ছড়াতে লাগলো। ফলে হযরত ইসা আ. খোলাখুলি-ভাবে আর কোনো শহরে যেতে পারলেন না, তাঁকে বাইরে নির্জন জায়গায় থাকতে হলো; আর লোকেরা চারদিক থেকে তাঁর কাছে আসতে লাগলো।